২। 'বাসলী-মাহাত্ম্য' বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ছাতনাহইতে বাসলী-মাহাত্ম্যের একখানি পুঁথি আনিয়াছেন। রাধানাথ দাস ছাতনার লোক, তিনি কবিতায় পুঁথিতে বাসলীর প্রায় সব কাহিনীই লিখিয়াছেন। তাহাতে বর্গীর হাঙ্গামার সময় দেবীদাস ছাতনায় গিয়াছিলেন। পুঁথিতে চণ্ডীদাসের কোনো প্রসঙ্গ নাই। ছাতনার লোক হইয়া রাধানাথ এত বড় ভুল করিলেন কেন? আর সংস্কৃতের লেখক একেবারে বাপ-মায়ের নাম ধরিয়া কবি বলিয়া এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় এত জোর দিল ইহার অর্থ কি সুস্পষ্ট নয়? পুঁথির লেখা হালের।

৩। পদাবলীর মধ্যে ২৯৩, ৩১০, ৩৪৩ পদেও রজকিনীর উল্লেখ আছে। কেবল একটি পদেই 'রজকী-সঙ্গতি' আছে একথা ঠিক্ নহে।

৪। নলপুর বা নল নগর হইতে নান্নুর নাম হইয়াছে একথা আমি বলি নাই। নলপুরের প্রবাদ আছে সুতরাং হইতে পারে বলিয়াছি। নলপুর হইতেও নান্নুর যে একেবারে হয় না এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? তার পর জ্ঞানপুর হইতে নান্নুর হইতে পারে। নান্তপুর হইতে, নম্রপুর হইতে নান্নুর হইতে পারে। চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে নান্ত-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে ভগবান নম্র নারায়ণ নাম পাওয়া যায়। মিথিলার রাজা ছিলেন নান্তদেব সুতরাং একটা গ্রামের নাম নান্তপুর বা নম্রপুর থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি!

৫। নুন্নুর হাট হইতে নন্নুর নাম কেবল অবিশ্বাস্য নহে, হাস্যোদ্দীপক! ছাতনায় দেঘরিয়ারা পূর্ব্ব পুরুষের নাম, কাহিনী সব মনে রাখিল আর অত বড় কবির বাসস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিল না, নাম মনে রাখিল না! আজ নুন্নুর হাট খুঁজিয়া তাঁহার বাসভূমির কল্পনা করিতে হইল! আজ চারশো বছর ধরিয়া বৈষ্ণব কবিরা কি নুন্নুর হাটের বন্দনা রচিয়া আসিয়াছেন? মানুষ কতটা জেদী হইলে তবে এইসব অবান্তর কথা সাহিত্যক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারেন আমি ভাবিয়া পাই না। আমরা এ কাজ করিলে লোকে বলিত চন্দ্রাধিক্য।

৬। বাসলী ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা হইয়াছেন কতদিন! হাজার বৎসর আগে অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ মালিনী-বিজয় তন্ত্রে বাসলী দেবীর নাম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—বাগীশ্বরী হইতে বাসলী হইতে পারে। খৃঃ ২য়, ৩য় শতাব্দীতে বাগীশ্বরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মঞ্জুশ্রীর শক্তি। বাসলী বাগীশ্বরী হইলে নান্নুরের মূর্ত্তিই ঠিক্। আমাদের নব প্রকাশিত বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ডে আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

৭। ছাতনায় নিত্য নূতন প্রবাদ গজাইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যেই সেখানে চণ্ডীদাসের মেলা বসিয়াছে, সুতরাং প্রবাদ সৃষ্টির পথ খোলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ একরকম প্রবাদ শুনিয়াছিলেন, আমি একরকম শুনিয়া আসিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে সাহানা মহাশয় একরকম শুনিয়াছিলেন, আজ বিদ্যানিধি আর একরকম শুনাইলেন।

৮। ছাতনার ইঁটের লেখা দেখিয়া মনে হয় হাম্বীর উত্তর ও উত্তর এক ব্যক্তি। ১৪৭৬ শকে অর্থাৎ ১৫৫৪ খৃঃ তিনি ছিলেন। ছাতনায় চণ্ডীদাস যদি কেহ থাকেন তিনি ঐ সময়েই ছিলেন। নান্নুরের মহাকবির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নাই।

৯। বিদ্যানিধি মহাশয় ক্রমাগত এক উহের পর যেরূপ আর এক উহ চাপাইয়াছেন তাহাতে ২৫ পৃষ্ঠা প্রবন্ধের ৭৫ পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে তবে গলদ পরিষ্কার হয়। মুসলমানে রাজাকে ধরিয়া লইয়া গেল, আর চণ্ডীদাস গান করিতে করিতে ও দেবীদাস বিষপত্র হস্তে তার অনুগমন করিলেন, মুসলমানে রাজাকে ছাড়িল দেবীদাসকে (বোধ হয় বংশ-রক্ষার জন্য) ছাড়িল, চণ্ডীদাসকে হত্যা করিল। আর সবাই সে কথা ভুলিয়া গেল, কেবল একজন লোক মনে রাখিল। এইসব রায় বাহাদুরে উহ! বৈষ্ণব দাস গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মিলনের কথা বলায় তিনি শ্লেষ করিয়াছেন এবং নিজে পুরীযাত্রার কল্পনা করিয়া গঙ্গাস্থলে যাহা শুদ্ধ হয় নাই, স্বীয় বিজ্ঞানামৃতে তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন। ২৫ পৃষ্ঠা জুড়িয়া এমন উহ অনেক আছে। কিন্তু আর নয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বোশেখ শেষের মাঠ

জসীম উদ্দীন

বোশেখ শেষে বালুর চরে বোরোধানের থান
সোনায় সোনা মেলিয়ে দিয়ে কাড়িয়ে নেছে প্রাণ।
বসন্ত সে বিদায়-বেলা বুকের আঁচলখানি
গেঁয়ো নদীর দু'পাশ দিয়ে রেখায় দেছে টানি'।
চৈত্র-দিনের বিধবা চর সাদা থানের 'পরে
নতুন বরষ ছড়িয়ে দিল সবুজ থরে থরে।
না জানি কোন্ গেঁয়ো তাঁতী গাঙ চলিবার ছলে
জল-ছোঁয়া তার শাড়ীর পাশে পাড় বুনে যায় চ'লে।
মধ্য চরে আউস ধানের সবুজ পারাবার
নদীর ধারে বোরোধানের দোলে সোনার পাড়।
চৈত্র-দিনের বৈরাগিনী সবুজ আঁচল কোণে
মুখখানিরে আবছা ঢেকে সাজল বিয়ের কনে।
মাথায় তাহার বক-শিশুরা মেলিয়ে কোমল ডানা
সাদা সাদা মেঘের মত উড়ায় চাদরখানা।
গেঁয়ো পথে চল্‌তে আজি অনেক মায়া লাগে,
বুকের 'পরে পা দিলে ধান জড়িয়ে ধরে তাকে।

অমন সবুজ অমন কোমল মাটির সাথে মিশে
কে পার্ ভাই চল্‌তে তারে পায়ের তলে পিষে!
হাটে যাওয়ার পথটি ত তাই অনেক হ'ল ঘোর—
কাজল তলার ও পাশ দিয়ে দিগ্‌নগরের মোড়।
তার পরেতে হালট গেছে একটু আঁকা বাঁকা
গরুর পায়ের খুরে খুরে ছবির মত আঁকা।
সেথান দিয়ে চল্‌তে চাষী সকল কথা ভোলে
বন্ধু ভাইএর কাঁধটি ধ'রে ধানের কথা তোলে।
সাত পুরুষেও এমন ফসল দেখিনি কেউ চোখে
মেঘ যেন কেউ বিছিয়ে দেছে তাদের গেঁয়ো চকে।
চাষীর মুখে তারিফ শুনে ধান শিশুরা তাই
হেলে দুলে লাজে আকুল নাই লুকোবার ঠাঁই।
আকাশ ছিল সুনীল যখন ছিল না মেঘ লেখা
তখন চাষী শুকনো মাঠে দিয়ে লাঙল-রেখা;
আকাশের ওই দেবতা সাথে পেতেই যেন আড়ি
ধূল্ ধূলা ধূল্ চোতের ধূলোয় ধানকে দিল ছাড়ি'।
তারা যেন সৈন্য তাহার পাতাল-পাথার ফাঁড়ি'
আন্‌ল অথই মেঘের বাহার সবুজ স্নেহে কাড়ি'।
আকাশ হ'তে নাম্‌ল না মেঘ পাতাল হ'তে আনি'
সারা মাঠের বুকের 'পরে হর্ষে দিল টানি।
দেবতা যেন হারার ভয়ে সুনীল আকাশ মেঘে
চাষার সবুজ ক্ষেতের মেঘে বর্ষে থেকে থেকে।
ও গো চাষী, গাঁয়ের চাষী, সেলাম তোমার পায়,
বাড়ী তোমার উজানচরে কিম্বা গরুর-গাঁয়;
ম্যালেরীয়ায় মর্‌ছ তুমি রুগ্ন জবুথবু
সারাটাদিন মর্‌ছ খেটে পাওনি খেতে তবু!
লক্ষ টাকা দেশকে দিয়ে হয়নি তোমার নাম;
দেশের তরে প্রাণ দেওয়াটাও নয়কো তোমার কাম।
এক্‌লা যে কোন্ বনের ধারে নাম-না-জানা গাঁয়ে,
সারাটা দিন রৌদ্রে পুড়ে সাজাও মেঠো মায়ে।
সব দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে ভুক,
অভাগারা! তাও বোঝে না এইটে বড় দুখ।
খোদার ছোট যদিও তুমি, অনেক ছোট নয়,
সৃষ্টি করার চাইতে পালন তুচ্ছ কেবা কয়।
তোমার গেঁয়ো মাঠ্‌টি আমার মক্কা হেন স্থান,
সাধ ক'রে আজ লুটিয়ে সেথা জুড়াই সকল প্রাণ

অরূপ রতন

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রী সাহানা দেবী

বাহিরের ভুল হান্‌বে যখন
অন্তরের ভুল ভাঙবে কি,
বিষাদ- বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি?
রৌদ্র দাহ হ'লে সারা
নাম্‌বে কি ওর বর্ষাধারা?
লাজের রাঙা মিট্‌লে হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি?

যতই যা'বে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হ'য়ে
টান্‌বে নাকি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল-হাওয়া লাগ্‌বে বেগে
নয়ন-জলের আবেগ তখন
কোনই বাধা মান্‌বে কি ?

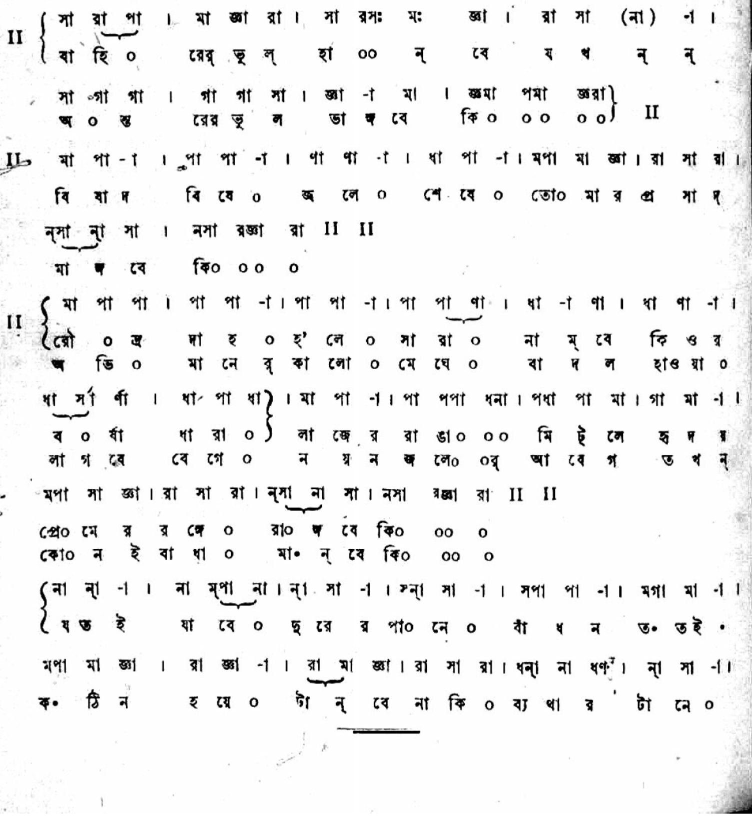
II
II সা রা পা । মা জ্ঞা রা । সা রসঃ মঃ জ্ঞা । রা সা (না) -া ।
বা হি ০ রের্ ভু ল্ হা ০০ ন্ বে য খ ন্ ন্
সা গা গা । গা গা সা । জ্ঞা -া মা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা II
অ ০ ন্ত রের ভু ল ভা ঙ্ বে কি ০ ০ ০ ০ ০
II মা পা -া । পা পা -া । ণা ণা -া । ধা পা -া । মপা মা জ্ঞা । রা সা রা ।
বি ষা দ বি ষে ০ জ লে ০ শে ষে ০ তো০ মা র প্র সা দ্
ন্সা ন্া সা । নসা রজ্ঞা রা II II
মা ঙ্ বে কি০ ০ ০ ০
II মা পা পা । পা পা -া । পা পা -া । পা পা ণা । ধা -া ণা । ধা ণা -া ।
রৌ ০ দ্র দা হ ০ হ' লে ০ সা রা ০ না ম্ বে কি ও র
অ ভি ০ মা নে র্ কা লো ০ মে ঘে ০ বা দ ল হাও য়া ০
ধা র্সা র্ণা । ধা পা ধা । মা পা -া । পা পপা ধনা । পধা পা মা । গা মা -া ।
ব ০ র্ষা ধা রা ০ লা জে র রা ঙা০ ০০ মি ট্ লে হৃ দ য়
লা গ বে বে গে ০ ন য় ন জ লে০ ০র্ আ বে গ ত খ ন্
মপা সা জ্ঞা । রা সা রা । ন্সা না সা । নসা রজ্ঞা রা II II
প্রে০ মে র র ঙ্গে ০ রা০ ঙ্ বে কি০ ০০ ০
কো০ ন ই বা ধা ০ মা০ ন্ বে কি০ ০০ ০
না ন্া -া । না মপা না । ন্া সা -া । সন্া সা -া । সপা পা -া । মগা মা -া ।
য ত ই যা বে ০ দূ রে র পা০ নে ০ বাঁ ধ ন ত০ ত ই ০
মপা মা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া । রা মা জ্ঞা । রা সা রা । ধন্া না ধণ । ন্া সা -া ।
ক০ ঠি ন হ য়ে ০ টা ন্ বে না কি ০ ব্য থা র টা নে ০

সম্পাদকের চিঠি

(৮)

জেনীভা সহর জেনীভা হ্রদের তীরে অবস্থিত। সহরটি যেখানে অবস্থিত, হ্রদ সেইখানে শেষ হইয়াছে। রোন্ নদী হ্রদটির জননী। উহা হ্রদের পূর্ব্ব প্রান্তে হ্রদে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম প্রান্ত দিয়া যেখানে বাহির হইয়াছে, জেনীভা সহর সেইখানে অবস্থিত। জেনীভা হ্রদের অন্য নাম লেমান। হ্রদটির জল অতিশয় স্বচ্ছ এবং নীলবর্ণ। শীতকালে ইহার জলে ৩৩ ফুট গভীর স্থানেও একটি শাদা চাকৃতি রাখিলে তাহা দেখা যায়; গ্রীষ্মকালে জল কিছু ঘোলা হওয়ায় তাহা ২১ ফুট গভীরতা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর থাকে। পুরাকালে অপেক্ষাকৃত অসভ্য যুগে ইউরোপের অনেক স্থানে লোকে নিরাপদ থাকিবার জন্য হ্রদের জলে খুঁটি পুতিয়া তাহার উপর ঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিত। এইরূপ ঘরগুলিকে হ্রদ-গৃহ (Lake Dwellings) বলা হয়। জেনীভা হ্রদের তীরে এইরূপ কতকগুলি হ্রদ-গৃহের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। জেনীভা হ্রদে কখন কখন মরীচিকা দৃষ্ট হয়।

জেনীভা খুব প্রাচীন সহর। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহা প্রাচীরে ঘেরা ছিল। রাস্তাগুলি তখন সংকীর্ণ ছিল, ও তাহা হইতে জল-নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে র‍্যাডিক্যাল্ অর্থাৎ আমূলসংস্কারক দলের ক্ষমতা লাভের পর নগরটি আধুনিক প্রণালীতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন নগরপ্রাচীর ভাঙিয়া সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, রাস্তাগুলিকে প্রশস্ত ও পাকা করা হইয়াছে এবং হ্রদ ও নদীর তীরে পাকা পোস্তা ও ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। রোন্ নদীর যে-অংশ জেনীভা সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে দুটি ছোট দ্বীপ আছে। একটিতে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাগান করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষানীতিকার রুসোর মূর্ত্তি আছে। এই স্থানটিতে কয়েকবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

১৯২০ সালে জেনীভার লোক-সংখ্যা ১,৩৫,০৫৯ ছিল; এখন কিছু বাড়িয়াছে। তা ছাড়া, এখানে লীগ অব নেশুন্স-প্রভৃতির অধিবেশনের সময় প্রতি বৎসর কিছু দিনের জন্য নানা দেশের লোক আসায় লোকসংখ্যা কিছু বাড়িয়া যায়। জেনীভা ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ইহা বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও সাহিত্যিকের জন্মস্থান বা বাসভূমি। এখানে কয়েকটি প্রাচীন গির্জ্জা, শিক্ষায়তন প্রভৃতি আছে। সেণ্ট পীটারের গির্জ্জাটি ১১২৪ ঈশাব্দে নির্ম্মিত। যে শিক্ষায়তনটি ১৮৭৩ ঈশাব্দে জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তাহা ধর্ম্মোপদেষ্টা ক্যাল্‌ভিন্ কর্ত্তৃক ১৫৫৯ ঈশাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থসংগ্রহ বেশ বড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে নানা জাতির খৃষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারকদের মূর্ত্তি আছে। রুশীয় গির্জ্জা, বড় ডাকঘর, এবং অনেকগুলি মিউজিয়ম দেখিবার জিনিষ। রুসো মিউজিয়মটি ছোট। ইহাতে রুসোর নানা রকম ছবি, তাঁহার নানা গ্রন্থের নানাবিধ সংস্করণ প্রভৃতি আছে। তাঁহার কোন কোন বহির হস্তলিপি প্রভৃতিও আছে। জেনীভার মানমন্দিরটি উৎকৃষ্ট। সহরটিতে পণ্যশিল্প শিখাইবার অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ঘড়ি নির্ম্মাণ, রসায়নীবিদ্যা, ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান হয়। এখানে হাঁসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অনেক আছে। জেনীভার কাছে সাত শত বৎসর আগে হইতে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার মেলা বসে। তাহাতে ইটালীয়, সুইস্ ও ফরাসী দোকানদারেরা নানারকম জিনিষ বিক্রী করে।

জেনীভা হ্রদ ও রোন্ নদী দ্বারা সহরটি দুইভাগে বিভক্ত। সাতটি সেতুদ্বারা উভয় অংশ সংযুক্ত।